29-4-55

অরোরার
নিবেদন

পরিশোধ

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের নিবেদন

পরিশোধ

কাহিনী, চিত্রনাট্য, গান : প্রেমেন্দ্র মিত্র

পরিচালনা : সুকুমার দাশগুপ্ত

সুরকার : রবীন চট্টোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ : নির্মল গুপ্ত
শব্দগ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ
শিল্পনির্দেশনা : সত্যেন রায়চৌধুরী
রসায়নাগারাধ্যক্ষ : পঞ্চানন নন্দন
সম্পাদনা : বিশ্বনাথ মিত্র

: সহকারী :

পরিচালনায় : নীতীশ রায়, বিমল দে, বিজয় বসু। চিত্রগ্রহণে : দুর্গা রাহা, নরেন মজুমদার। শব্দগ্রহণে : অনিল নন্দন। সঙ্গীতে : উমাপতি শীল। দৃশ্যসজ্জা : পুলিনবিহারী ঘোষ, কমলাকান্ত দাস। রূপসজ্জা : মদন পাঠক, গোপাল হালদার। স্থিরচিত্র : দিনেশ দাস। তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ : সতীশ হালদার, কেনারাম হালদার। সম্পাদনা : প্রণব ঘোষ।

: ভূমিকায় :

অনুভা গুপ্তা, মঞ্জু দে, স্বাগতা চক্রবর্তী, বাণী গাঙ্গুলী, ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলী, পাহাড়ী সান্যাল, নটবর, গণেশ, শ্যাম লাহা, মণি শ্রীমানি, সমীর, তুলসী, বাণীকণ্ঠ, ভোলানাথ
এবং শ্রীমান বাবুয়া

• নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে গৃহীত

পরিবেশনা : ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স লিঃ

পরিশোধ

রুগী একটিও আসে না। আসে না, ডাক্তার আসে না বলেই। তবু সারাদিন তীর্থের কাকের মত হাঁ করে বসে থাকে শক্তিপদ কম্পাউণ্ডার।

হরিশ ডাক্তারের আসবার প্রয়োজন ঘটত একটি মাত্র কারণেই—শূন্যগর্ভ আলমারীগুলো ঝাড়ামোছা করতে করতে ভাগ্যক্রমে যদি দু এক শিশি ওষুধের অবস্থিতি আবিষ্কার করে থাকে শক্তিপদ। সে মাসের ইলেকট্রিক বিলটা হয়ত তখনও দেওয়া হয় নি, তবু দশ বিশ যা পেত কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মদ খেত হরিশ—শেষ কপর্দ্দক দিয়ে কেনবার চেষ্টা করত নিজের শেষ মুহূর্ত্তটি!

এই নিভৃত দুঃখ সম্ভোগের কি যেন একটা কৈফিয়তও ছিল তার। কিন্তু সে কৈফিয়তের মূল্য জোগাতে 'নিরাময় ফার্ম্মাসী' একদিন দেনার দায়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এইটেই ছিল শক্তিপদর পক্ষে মর্মান্তিক।

এর ওপর আর এক নতুন বিপদ টেনে আনল হরিশ: হরিশের বাবা ডাঃ হরিহর চৌধুরীকে মাঝে মাঝে কল্ দিয়ে ডেকে পাঠাত বিজয়গড় ষ্টেট—সেখানকার অতি সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন তিনি। বহুকাল পর আবার তারা ডেকে পাঠিয়েছে এক বিশেষ প্রয়োজনে। কিন্তু তিনি যে মারা গেছেন, তারা তা জানেনা। এ-খবরটা জানিয়ে দিলেই হয়ত এর একটা নিষ্পত্তি হতে পারত, কিন্তু ব্যাপারটা জটিলতর হয়ে উঠেছে টেলিগ্রামের সঙ্গে পাঠানো হাজারখানেক টাকায়। তার অনেকখানি ইতিমধ্যেই খরচ করে ফেলেছে হরিশ।

সুতরাং হরিশের নিজে সেখানে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি?

বিজয়গড়ে পৌঁছে যখন জানতে পারল রুগী দেখার পালাটা সে রাত্রের মত না হলেও চলতে পারে, শারীরিক অসুস্থতা তুচ্ছ করেও মদের বোতল খুলে বসে গেল হরিশ। ক্ষোভে বেদনায় পাংশু হয়ে ওটে শক্তিপদ। নিজের ওপর কোন মায়াই না হয় হরিশের নেই কিন্তু তার বাবার সুনাম, স্মৃতি, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, সবই কি মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছে সে? এতটুকু কর্ত্তব্যবোধও কি আর অবশিষ্ট নেই তার?..... হয়ত নেই। হয়ত বা আছে। কিন্তু মনে যা হয়, তার মর্যাদা দেবার মত মনের জোরই যে আজ হারিয়ে ফেলেছে হরিশ। নইলে মা-মরা একমাত্র সন্তানকে অনূঢ়া শালিকার হাতে সমর্পণ করেই পিতার কর্ত্তব্যের সমস্ত দায় চুকিয়ে এমনি নির্বিকার ঔদাসীন্যে সে বসে থাকতে পারত?

রাত ক'টা, খেয়াল নেই শক্তিপদর। সেই যে বিরক্ত হয়ে চলে এসেছিল, আর একবারও পা দেয়নি হরিশের ঘরে। অকস্মাৎ খবর এল রুগীর অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না, ডাক্তার সাহেবের এখুনি একবার যাওয়া দরকার।

পাশের ঘরে ছুটে গেল শক্তিপদ। টেবিলের উপর শূন্য বোতলটার পাশে ভেঙে পড়ে হরিশ তখন যন্ত্রণায় কাত্রাচ্ছে। দেখে আতঙ্কিত বিস্ময়ে শক্তিপদ শিউরে উঠল। অপরিমিত অত্যাচারে হরিশের শরীরে ঘুন ধরেছে এটা সে জানত, কিন্তু সেই অত্যাচারের

চরম দাবীর সূচনা এমনি একটা সঙ্কটময় মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করবে, এতটা সে ভাবেনি। এখন কি করবে শক্তিপদ ?

তার বিপন্ন মনুষ্যত্বকে কর্তব্য নিরূপণের জন্যে এতটুকু সময়ের দাক্ষিণ্য দেখাতেও বুঝি আজ বিধাতা নারাজ—দরজার বাইরে অসহিষ্ণু আহ্বানের পুনরাবৃত্তি !

একটি যুগান্তব্যাপী মুহূর্ত এক সময়ে ফুরিয়ে গেল শক্তিপদর সমস্ত অন্তর ক্ষতবিক্ষত করে। হরিশের ষ্টেথিসকোপ আর ব্যাগটা হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে এল। হলঘরে টাঙ্গানো হরিহর চৌধুরীর প্রতিকৃতির সামনে একবার থমকে দাঁড়াল—সেই মূক প্রসন্ন দৃষ্টিতে বরাভয়ের কি ইঙ্গিত পেল সে-ই জানে, স্থির পদক্ষেপে এগিয়ে চলল রাজবাড়ির দিকে। রাজবাড়িতে তখন ষ্টেটের বৃদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ দাশ ও নার্স রমা অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে ডাঃ চৌধুরীর প্রতীক্ষায়।

অমানুষিক চেষ্টায় সে-যাত্রার মত রুগীর জীবন সংকট কাটিয়ে শক্তিপদ সকালে ফিরে এল। আর এক মুহূর্তও নয়, এখনি হরিশকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে যাবে কলকাতায়। কিন্তু বিধাতা বুঝি আজ সব দিক দিয়ে শক্তিপদর প্রতি বিমুখ। ঘরে ঢুকেই সে দেখল, জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে হরিশ আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে তারই আসার পথ চেয়ে—নিজের এড়িয়ে যাওয়া কর্তব্যের দুরূহ ভার, একমাত্র সন্তান হিমুর সকল দায়িত্ব তার কাঁধে চাপিয়ে দেবে বলে। কিছু বলবার অবসরও শক্তিপদ পেলনা, দায়িত্ব অর্পণের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত নির্ভরতার প্রশান্তিতে হরিশের চোখ দুটো বুজে এল। সারা বিজয়গড় তখন ডাঃ চৌধুরীর কর্মকুশলতার প্রশস্তিতে মুখরিত।

খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠার সেই ঘূর্ণাবর্তে কে যেন এক সময়ে ঠেলে দিল শক্তিপদকে। ষ্টেট কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষ করে ডাঃ দাশ ও রমার সাগ্রহ অনুরোধ এড়াতে না পেরে বিজয়গড়ের নতুন হাসপাতাল তৈরীর ভার শক্তিপদকে গ্রহণ করতে হ'ল।

প্রাথমিক আয়োজন তখন পুর্ণোদ্যমে চলছে—সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে শক্তিপদ বিজয়গড় থেকে চলে এল কুসুমপুরে। কিন্তু ভ্রাতৃবধূর গঞ্জনার অন্ন পরিত্যাগ করে ললিতা ততদিনে বোনপো হিমুকে নিয়ে কুসুমপুর ছেড়ে চলে গেছে। কলকাতায় একটা মাষ্টারি নিয়েছে সে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের উপার্জিত অন্নে বোনপোকে মানুষ করবে—এই তার সঙ্কল্প।

কুসুমপুর থেকে কলকাতা! নিজে না এসে এতদিন বাদে জামাইবাবু কম্পাউণ্ডার মারফত কটা টাকা পাঠিয়েই বাপের কর্তব্য সেরেছেন দেখে ললিতা জ্বলে উঠল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শক্তিপদর কাতর আবেদন সে অগ্রাহ্য করতে পারল না। হিমুর দায়িত্ব এবার থেকে ললিতার একার নয়, এই আশ্বাস দিয়ে শক্তিপদ ফিরে এল বিজয়গড়ে।

জামাইবাবুর নিজে না আসার ক্ষোভ একটু একটু করে ফিকে হতে থাকে ললিতার মনে। এদিকে স্কুল কমিটির সদস্য যতীনের মনে একটু একটু করে জমতে থাকে ঈর্ষা আর সন্দেহের পঙ্কিলতা। ললিতাকে চাকরিটা করে দেওয়ার বিনিময়ে যতীন চেয়েছিল ললিতার মনের সান্নিধ্যে নিজেকে টেনে আনতে। সাফল্য না পেলেও তার চেষ্টাটা ছিল অপ্রতিহত। হিমুর মুখ চেয়ে সহ্য করা ছাড়া উপায়ও ছিলনা ললিতার।

শক্তিপদকে দেখে যতীনের মনে হ'ল কি এক দুর্বার বাধা তার সামনে। তারই জ্বালায় ক্ষিপ্ত হয়ে সে অতিষ্ঠ করে তুলল ললিতার জীবন। হিমুর জন্যই এই গ্লানিকর সংস্পর্শ থেকে সরে যাবার উপায় নেই ললিতার। শেষে অনন্যোপায় হয়ে সে বিজয়গড়ে চিঠি লিখল যে হিমুকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা জামাইবাবু যদি অবিলম্বে না করেন, তবে বাধ্য হয়ে সে নিজে গিয়ে হিমুকে সেখানে রেখে আসবে। প্রমাদ গণে ছুটে এল শক্তিপদ।

কিন্তু হিমুকে নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে জামাইবাবুর তরফে ওজর আপত্তির কোনো ওকালতিই আজ শক্তিপদর কাছে শুনবে না ললিতা। বলতে পারে শক্তিপদ, পরের

ছেলের বোঝা বয়ে ললিতাই বা কেন জীবনের সাধ-আহ্লাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখবে চিরকাল ?

এই কঠিন প্রশ্নে চমকে ওঠে শক্তিপদ। বিক্ষোভের অন্তরালে ললিতার দুচোখে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এ কোন অজ্ঞাত পৃথিবীর আমন্ত্রণ ?......আর, শক্তিপদর অপলক দৃষ্টির মাঝে ললিতাও কি পেয়ে গেল তার সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার ভাগ নেবার প্রতিশ্রুতি ?

কিন্তু বিধাতার আর এক পরীক্ষা তখনও বাকি। হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মুখেই সব কাজ ফেলে ডাঃ চৌধুরী বারবার বিজয়গড় ছেড়ে চলে আসেন কিসের আকর্ষণে, সেই রহস্য ভেদ করতে রমা ক'লকাতায় এল। কিন্তু ললিতার কাছে জানতে পারে ডাঃ চৌধুরী তার সঙ্গে দেখা করেননি। অবাক হয়ে রমা ভাবে এ কেমন করে সম্ভব— ললিতার চিঠি পেয়েই ত বিজয়গড় থেকে ছুটে এসেছেন ডাঃ চৌধুরী !

সন্দেহ ঘনিয়ে আসে ললিতার মনেও। একটু আগে যতীনবাবু সাক্ষী সাবুদ এনে প্রমাণ করতে চেয়েছেন বিজয়গড় ডাঃ চৌধুরীর নাকি শক্তিপদ নামে কোন কম্পাউণ্ডারই নেই ! এ সন্দেহের নিরসন বিজয়গড়ে নিজে না গেলে সম্ভব নয়।

বিজয়গড়ে সেদিন হাসপাতালের এক বিশেষ অনুষ্ঠান দিবস। তবু জরুরী এক দরকারে ডাঃ চৌধুরীকে যেতে হয়েছে কয়েক মাইল দূরে। তাঁর অনুপস্থিতিতে রমা অভ্যর্থনা জানিয়ে ললিতাকে নিয়ে এসেছে সভায়।

অনুষ্ঠান যখন পুর্ণোদ্যমে চলছে, মৃদু গুঞ্জন উঠল সভায়—ডাঃ চৌধুরী এসে গেছেন। সকলের সম্মিত দৃষ্টি অনুসরণ করে ললিতার দুচোখ থমকে দাঁড়াল—দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শক্তিপদ ! ডাঃ চৌধুরী মানে তার জামাইবাবু নয় ?

পলক পড়ছে না শক্তিপদর চোখেও।

শক্তিপদ ভাবছে, অর্থ যশ ও প্রতিপত্তির সৌধশীর্ষ থেকে চরম অপমান ও লাঞ্ছনার ধুলোর মধ্যে তাকে ঠেলে ফেলে দিতে এত দেরী করছে কেন ললিতা ?

কেন—তা দেখতে পাবেন রূপালী পর্দ্দায়।

গান

১

এবারে ঘর নতুন করে বাঁধা
ইঁট পাথরে গাঁথা আধেক
মনগড়া তার আধা
যতটা তার সত্যি
স্বপ্ন তার একরত্তি
মিশিয়ে দিয়ে গানের পালা
দুই সুরে তার সাধা
শুধু ত নয় ঘর
ঘরের মাঝেই ছড়িয়ে আছে অসীম তেপান্তর
কিছুটা তার ঢাকা
কিছু আবার ফাঁকা
আলো আঁধার দুই মিলে তার
নক্সা কালো সাদা।

২

হে উদাসীন, শুরু হবার আগেই পালা শেষ
করে যাও
তোমার আসন পাতা কোথায় জানলে না তাও
আকাশ ঢাকা এই যে ঘন মেঘে
ক্ষ্যাপা হাওয়া বইছে ব্যাকুল বেগে
ঝর ঝর এই বরিষণ কার অন্তরে কভু কি
শুধাও
অন্ধকারের আড়াল দিয়েই কাটিবে যে দিন
ভোরের আলোয় মিছে ক্ষণিক হল রঙীন
যেথায় ফেরো সেথায় পাছে পাছে
তবু হৃদয় ছায়ার মত আছে
চকিতে কোন বিজলী চমকে সহসা তার
আভাস যদি পাও।

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের
আগামী নিবেদন

অনুরূপা দেবীর

মহানিশা

পরিচালনা ঃ সুকুমার দাশগুপ্ত
চিত্রনাট্য ঃ বিনয় চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত ঃ রবীন চট্টোপাধ্যায়

রূপায়নে ঃ

বিকাশ, অনুভা, সন্ধ্যা,
রবীন, পাহাড়ী, ছবি, ধীরাজ
পদ্মাদেবী, রাণীবালা, বাণী গাঙ্গুলী, কৃষ্ণধন
প্রভৃতি।

মহানিশা

পরিবেশনা
ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স লিঃ

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের পক্ষে শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।
এবং ৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে ডি লুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স কর্তৃক প্রকাশিত।
১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫ মহাজাতি আর্ট প্রেসে মুদ্রিত।